সমকাল

তারিখ 8 JUN 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 2

ধামরাইয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ৫৫ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন

ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি

ধামরাই উপজেলায় ১৭১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫৫টির ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিত্যক্ত এ ভবনগুলো সংস্কার বা নতুন করে ভবন নির্মাণ না করায় ঝুঁকি নিয়েই আতঙ্কের মধ্যে লেখাপড়া করছে ১৫ হাজার শিশু শিক্ষার্থী। কোথাও কোথাও ভবনের বারান্দা বা মাঠে ছাপড়া ঘর তুলে পাঠদান করা হচ্ছে।

ক্লাস রুমের ওপর দিকে তাকালেই বড় বড় ছিদ্র দিয়ে দেখা যায় সূর্যের আলো। বৃষ্টি এলে তো কথাই নেই। ক্লাসের পুরো ফ্লোরেই জমে পানি। ভিজে যায় বই-খাতা। দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টি হলে বাধ্য হয়ে দিতে হয় ছুটি। এভাবেই দোচালা টিনের ঘরে বিদ্যা অর্জন করছে ধামরাইয়ের শৈলান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। প্রধান শিক্ষক শফিউল আলম ও সহকারী শিক্ষক হুমায়ুন কবির জানান, তাদের বিদ্যালয়ে দুই শতাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ স্কুলটিকে শ্রেণি কক্ষ সংকটের কারণে শিক্ষার্থীর উপস্থিতিও কমে যাচ্ছে।

শুধু ওই বিদ্যালয়েই নয়, পাশের বকচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও একই অবস্থা। প্রধান শিক্ষিকা সামসুন্নাহার বলেন, তার বিদ্যালয়ের একতলা ভবনটিতেও ধরেছে ব্যাপক ফাটল। খসে পড়েছে ছাদের পলেস্তারা। বের হয়ে গেছে ভিমের রড। বৃষ্টি এলেই ক্লাস রুমে জমে যায় পানি। এসব সমস্যার কারণে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যাও দিনদিন কমে যাচ্ছে।

ধামরাই উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, ধামরাই উপজেলায় ১৭১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে ১৯৯৪-৯৫ সালে নির্মিত টিনশেড ও একতলা ভবন বিশিষ্ট ৫৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, পরিত্যক্ত হিসেবে সম্প্রতি চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে বিকল্প কোনো ভবন না থাকায় এক প্রকার বাধ্য হয়েই ছাত্র-শিক্ষকদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে। আর আনন্দপূর্ণ পাঠদান যেন শঙ্কায় পরিণত হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়গুলোর ১৫ হাজার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা সব সময়ই আতঙ্কে থাকেন। পাঠদানের পরিবর্তে শিশুদের মনোযোগ থাকে পলেস্তারা কিংবা খসেপড়া ছাদের দিকে। মাঝে মাঝে খসেপড়া ইট-সুরকি শিশুদের চোখে-মুখে পড়ে আহত হয়। কোথাও কোথাও এসব ঝুঁকিপূর্ণ ও পরিত্যক্ত ভবন ছেড়ে উন্মুক্ত স্থানে, বারান্দায় ও ছাপড়া ঘর তুলে সেখানে পাঠদান হচ্ছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কাজী রাশেদ মামুন জানান, সম্প্রতি ধামরাইয়ের ৫৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত হিসেবে চিহ্নিত করে সংসদ সদস্যের কাছে একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। এসব ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়ে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। দ্রুত এ বিদ্যালয়গুলোতে নতুন ভবন নির্মাণ দরকার।

সংসদ সদস্য এমএ মালেক বলেন, অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত ৫৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করা হয়েছে। অনুমতি পাওয়ার পর খুব শিগগিরই টেন্ডারের মাধ্যমে এসব বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে।